Government of the people's Republic of Bangladesh
Ministry of Housing and Public Works
Urban Development Directorate
82 Segunbagicha, Dhaka-1000

PREPARATION OF DEVELOPMENT PLAN FOR MEHERPUR ZILLA

REPORT ON ASSIGNMENT-2

Collection of Secondary Data and Assessment Report of Meherpur District

November 2024

Rakibul Hasan
Junior Urban Planner

সেকেন্ডারি ডাটা কালেকশনের জন্য সরকারি অফিস পরিদর্শন

সূচনাঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গৃহীত মেহেরপুর জেলা মাস্টার প্ল্যানের কার্যক্রম অনুযায়ী আমি বিভিন্ন সরকারি অফিস পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সরকারি অফিস পরিদর্শনের অংশ হিসেবে আমি মেহেরপুর জেলা তে ২৩-১১-২০২৪ থেকে ২৭-১১-২৪ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করি। এই সময়ে আমি বিভিন্ন সরকারি অফিসে পরিদর্শনে গিয়েছিলাম এবং উর্ধদতন কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করি। উর্ধদতন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় তাদের বর্তমানে কতগুলো সরকারি প্রকল্প চলমান আছে, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, মেহেরপুর জেলা মাস্টার প্ল্যান সম্পর্কে তাদের অভিমত এবং কিভাবে তারা আমাদের এই মেহেরপুর জেলা মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পে সহায়তা করতে পারে সেই সম্পর্কে অবগত হই। এই রিপোর্টে আমি সেই সম্পর্কে আলোকপাত করি। নিচে একটি ম্যাপ দেওয়া হল যেই সরকারি অফিসগুলোতে পরিদর্শন করি।

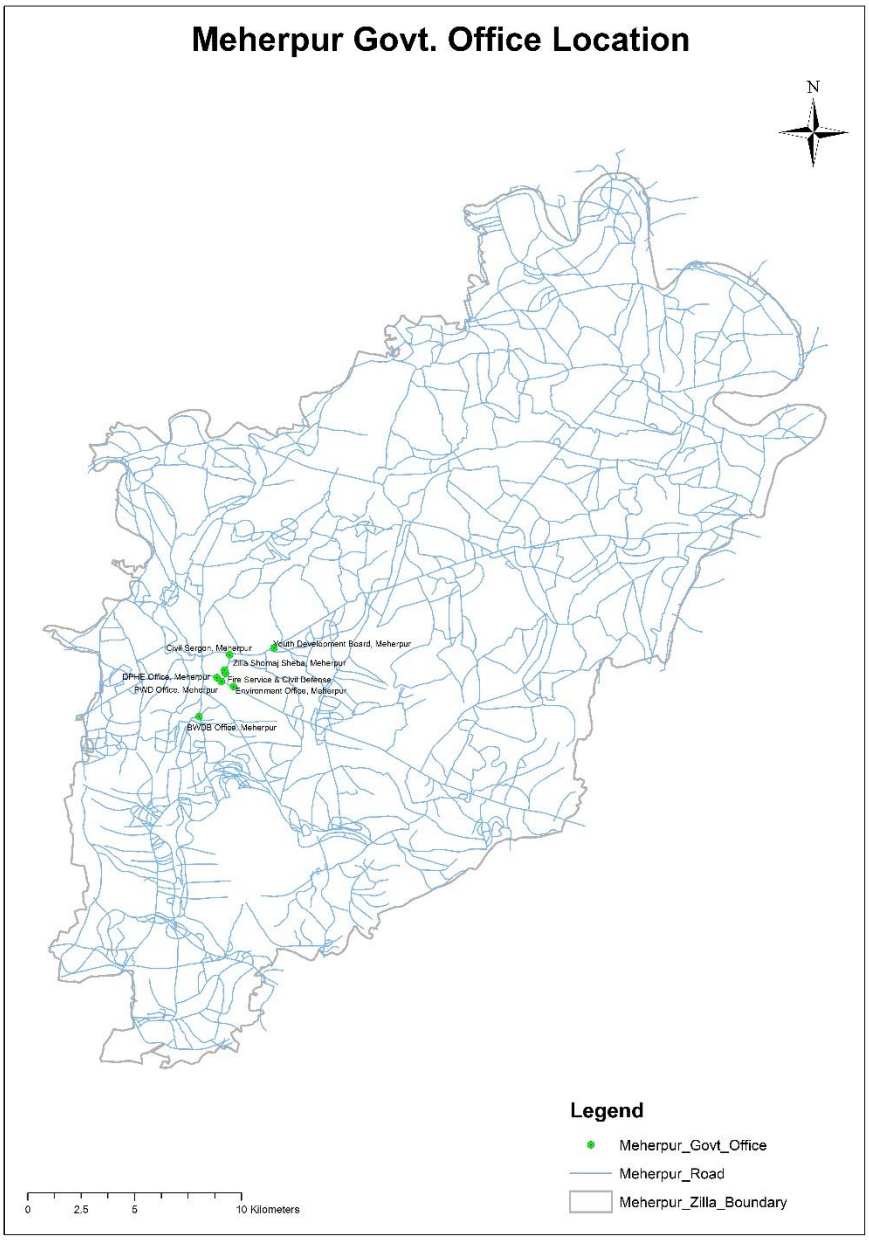

পরিদর্শিত সরকারি অফিস সমূহের তালিকাঃ

সিরিয়াল নং	সরকারি অফিস সমূহের তালিকা	কার্যালয় প্রধান
1.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	উপ সহকারী পরিচালক
2.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	নির্বাহী প্রকৌশলী
3.	গণপূর্ত বিভাগ	নির্বাহী প্রকৌশলী
4.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মেহেরপুর	নির্বাহী প্রকৌশলী
5.	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	উপ-পরিচালক
6.	জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	উপ-পরিচালক
7.	সিভিল সার্জন অফিস	সিভিল সার্জন
8.	জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর	সহকারী পরিচালক

জেলা সিভিল সার্জন, মেহেরপুর

মেহেরপুর জেলাতে একটি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাস্পাতাল, দুইটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৭২টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ১২টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার, একটি বক্ষব্যাধি ক্লিনিক রয়েছে। মেহেরপুর জেলাতে কোন মেডিকেল কলেজ নাই। নার্সিং কলেজ নির্মানাধীন অবস্থায় আছে। দুইটা কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রস্তাবনা দিয়েছে, সেগুলো হল উত্তর শালিকা এবং বারাদি এলাকায়। সদর উপজেলাতে কোন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নাই।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর

এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রোজেক্টগুলো চলমান রয়েছেঃ

১) ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরে "সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ শীর্ষক উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় ৬১(একষট্টি) টি কমিউনিটি ভিত্তিক সাবমারসিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপের বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

২) বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিট্যাশন প্রকল্প, গাংনী পৌরসভা ।

৩) পি ই ডি পি – ৪ প্রোজেক্ট (৩টি উপজেলা) (Fourth Primary Education Development Programme in Meherpur)

চিত্রঃ ইমরান হোসেন, সাবএসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডি পি এইচ ই

৪) NNGPS-1 (Newly Nationalized Government Primary Schools) প্রকল্পের আওতায় ৭১.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথা বড়বামুন্দি, বামুন্দি নিশিপুর, ভোলাডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া, সাহারবাটি এবাদতখানা ও নবীনপুর নব-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ WASH BLOCK নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

৫) GPS-1 (Need Based Infrastructure Development of Government Primary Schools Project**)** প্রকল্পের আওতায় ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথা বাহাগুন্দা, ভরাট, চিৎলা, কাজিপুর বাদিয়াপাড়া ও মিনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে WASH BLOCK নিমার্ণ কাজ চলমান আছে।

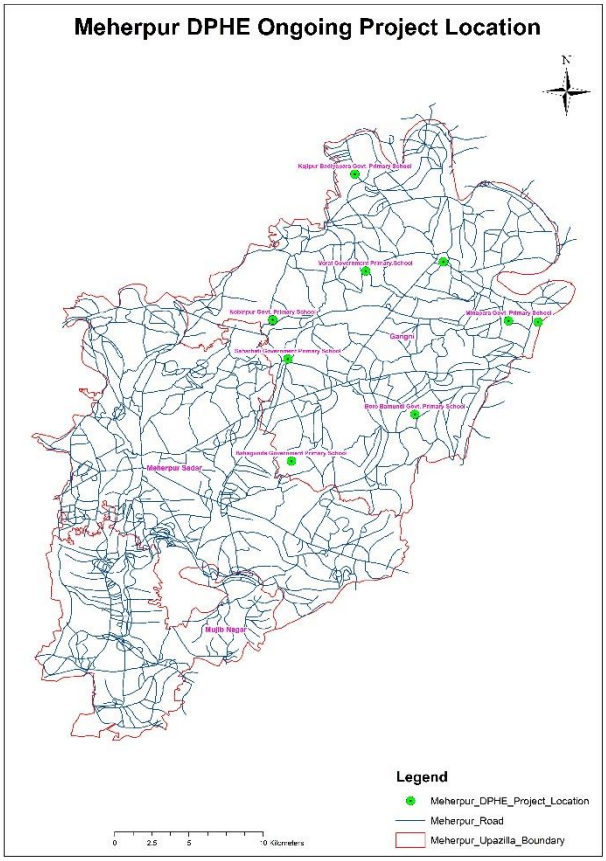

চিত্রঃ জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের গৃহীত প্রকল্পগুলোর অবস্থান

গণপূর্ত অধিদপ্তর, মেহেরপুর

গণপূর্ত অধিদপ্তরে গৃহীত প্রকল্পগুলো হলঃ

১) সৈয়দ টেক্সটাইল এবং ভোকেশনাল কলেজ, মুজিবনগর রোড, মেহেরপুর।

২) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল উন্নতিকরণ প্রকল্প।

৩) মডেল মসজিদ – ৩টি (মেহেরপুর- ২ টি, গাংনী-১টি)

৪) পুলিশ অফিসার্চ মেস (চলমান প্রকল্প)

চিত্রঃ মো জামাল উদ্দিন, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পি ডব্লিউ ডি, মেহেরপুর

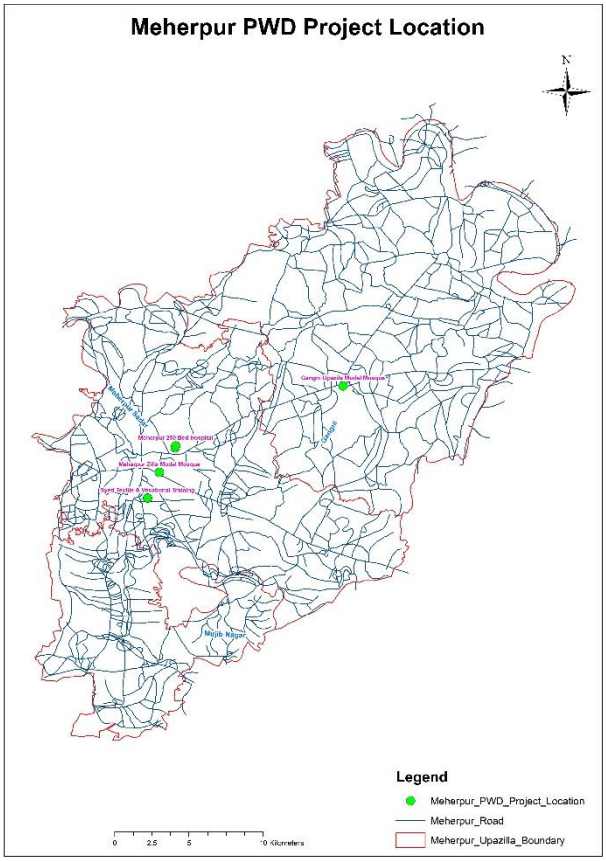

চিত্রঃ জেলা গণপূর্ত অধিদপ্তরের গৃহীত প্রকল্পগুলোর অবস্থান

পানি উন্নয়ন বোর্ড, মেহেরপুর

মেহেরপুর জেলার মধ্য দিয়ে চারটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। এইগুলো হলো ভৈরব, কাজলা, মাথাভাঙ্গা এবং ছেউটিয়া নদী। এই নদীগুলোর তথ্য নিচে দেওয়া হল যা কিনা মেহেরপুর জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত।

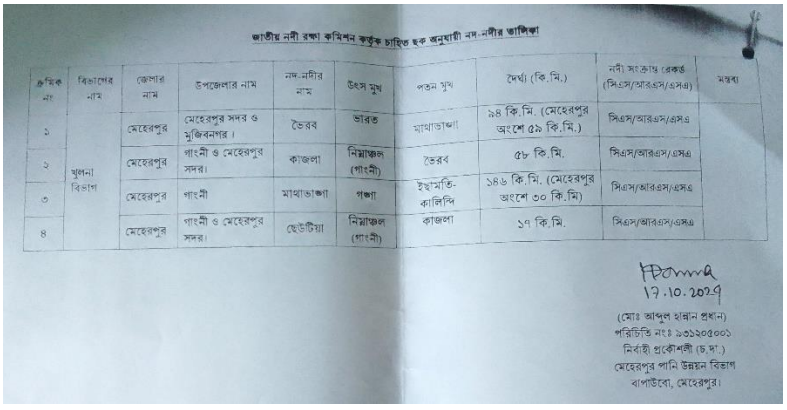

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক চাহিত ছক অনুযায়ী নদ-নদীর তালিকা

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	নদ-নদীর নাম	উৎস মুখ	পতন মুখ	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	নদী সংক্রান্ত রেকর্ড (সিএস/আরএস/এসএ)	মন্তব্য
১	খুলনা বিভাগ	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর।	ভৈরব	ভারত	মাথাভাঙ্গা	৯৪ কি.মি. (মেহেরপুর অংশে ৫৯ কি.মি.)	সিএস/আরএস/এসএ	
২		মেহেরপুর	গাংনী ও মেহেরপুর সদর।	কাজলা	নিম্নাঞ্চল (গাংনী)	ভৈরব	৫৮ কি.মি.	সিএস/আরএস/এসএ	
৩		মেহেরপুর	গাংনী	মাথাভাঙ্গা	গঙ্গা	ইছামতি-কালিন্দি	১৪৬ কি.মি. (মেহেরপুর অংশে ৩০ কি.মি)	সিএস/আরএস/এসএ	
৪		মেহেরপুর	গাংনী ও মেহেরপুর সদর।	ছেউটিয়া	নিম্নাঞ্চল (গাংনী)	কাজলা	১৭ কি.মি.	সিএস/আরএস/এসএ	

17.10.2024
(মোঃ আব্দুল হান্নান প্রধান)
পরিচিতি নংঃ ৯৩১২০৫০০১
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ.দা.)
মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাপাউবো, মেহেরপুর।

চিত্রঃ মেহেরপুরে অবস্থানরত নদীগুলোর বিবরণ

মেহেরপুর জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি হলো "ভৈরব নদ দখল এবং দূষণ্মুক্তকরণে কর্মপরিকল্পনা (Action Plan)" । এই প্রকল্পের সময়সীমা ০১-১০-২০২৪ খ্রি থেকে ৩০-০৬-২০২৫ খ্রি পর্যন্ত। নিচে জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের থেকে প্রাপ্ত এই প্রজেক্টের বিবৃতি দেওয়া হলঃ

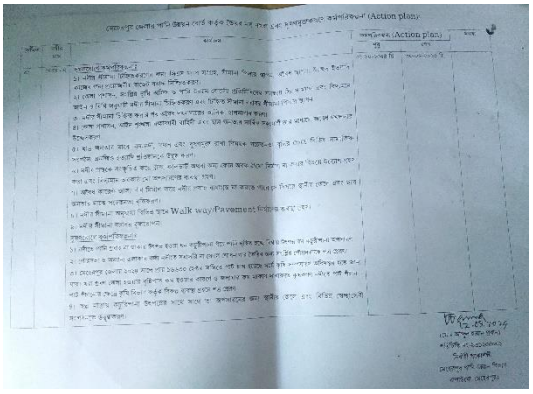

চিত্রঃ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত প্রকল্প

মেহেরপুর জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্য আরেকটি চলমান প্রকল্প হল "ভৈরব নদ খনন প্রকল্প" । এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভৈরব নদ খনন করে কৃষি কাজের অগ্রগতি সাধন করা। বর্তমানে এই প্রকল্পের ১ম সংশোধিত মেয়াদ চলতেছে। এই ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে তাদের প্রকল্প শেষ হবে। নিচে এই প্রজেক্ট সম্পর্কে মেহেরপুর জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেওয়া হলঃ

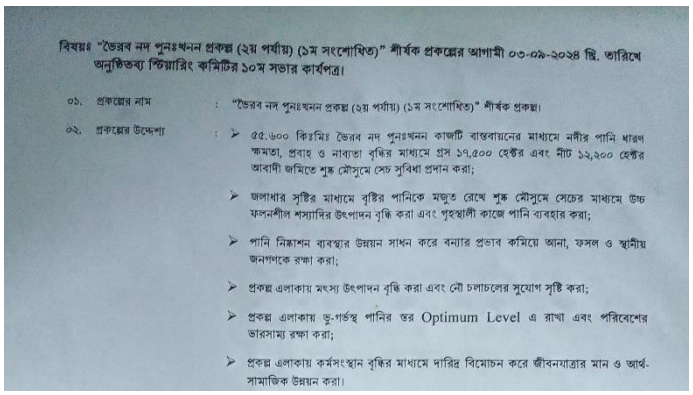

বিষয়ঃ "ভৈরব নদ পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আগামী ০৩-০৯-২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিতব্য স্টিয়ারিং কমিটির ১০ম সভার কার্যপত্র।

০১. প্রকল্পের নাম : "ভৈরব নদ পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।

০২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
- ৫৫.৬০০ কিঃমিঃ ভৈরব নদ পুনঃখনন কাজটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা, প্রবাহ ও নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রস ১৭,৫০০ হেক্টর এবং নীচ ১২,২০০ হেক্টর আবাদী জমিতে শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদান করা;
- জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে বৃষ্টির পানিকে মজুত রেখে শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল শস্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং গৃহস্থালী কাজে পানি ব্যবহার করা;
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে বন্যার প্রভাব কমিয়ে আনা, ফসল ও স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং নৌ চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- প্রকল্প এলাকায় ভু-গর্ভস্থ পানির স্তর Optimum Level এ রাখা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করে জীবনযাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

চিত্রঃ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত প্রকল্প

এই ভৈরব নদের পানি কৃষি কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যাবহৃত হয়। মেহেরপুর জেলাতে ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যাবহারে অনুপ্রাণিত করা যার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাহায্যে ভৈরব নদীর উপর তিনটি WEIR স্ট্রাকচার তৈরী করা হচ্ছে। এর মধ্যে দুইটি তৈরী করা হচ্ছে মেহেরপুরে। এর মাধ্যমে ভৈরব নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ করে সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তীতে শুষ্ক মৌসুমে এই পানি কৃষি কাজে ব্যাবহার করা। এই WEIR স্ট্রাকচারে পানি নিয়ন্ত্রণ করা হবে অনেকটা রাবার ড্যামের মত করে এবং এই স্ট্রাকচারে সুইচগেট থাকবে।

এই নদীর পানি যেমন কৃষি কাজে যেমন ব্যাবহার হয় ঠিক তেমনি এই নদীর দু প্রান্তের মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজে এই নদীর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেহেতু মানুষ এই নদীর পানি অনেকাংশ ব্যাবহার করে সেহেতু এই নদীর দূষণ রোধ করা জরুরী। বিশেষ করে পৌরসভার ড্রেনেজ পানি সরাসরি এই নদীতে ফেলা হয়। এতে করে এই নদীতে দূষণ দিন এর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই জন্য মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর উপদেশ হল পৌরসভার ড্রেনের পানি সরাসরি না ফেলে ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নদীতে ফেলানো।

ভৈরব নদীর দৈর্ঘ্য ৫৯ কিলোমিটার এবং দুই পাড়ের দৈর্ঘ ১১৮ কিলোমিটার। এই ১১৮ কিলোমিটার এর মধ্যে ১৮.৩২৩ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে যাতে করে নদী দখল না হয়। এই ওয়াকওয়ে তৈরীর আরেকটি উদ্দেশ্য হল নদীর সীমানা নির্ধারণ করা। নিচে এই সম্পর্কে মেহেরপুর জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেওয়া হলঃ

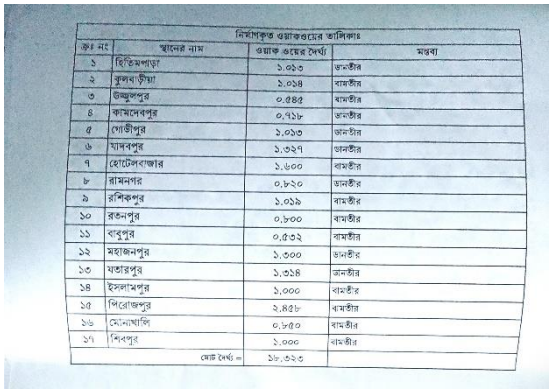

নির্মাণকৃত ওয়াকওয়ের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	স্থানের নাম	ওয়াক ওয়ের দৈর্ঘ্য	মন্তব্য
১	হিতিমপাড়া	১.০১৩	ডানতীর
২	কুলবাড়ীয়া	১.০১৪	বামতীর
৩	উজ্জলপুর	০.৫৪৫	বামতীর
৪	কামদেবপুর	০.৭১৮	ডানতীর
৫	গোভীপুর	১.০১৩	ডানতীর
৬	যাদবপুর	১.৩২৭	ডানতীর
৭	হোটেলবাজার	১.৬০০	বামতীর
৮	রামনগর	০.৮২০	ডানতীর
৯	রশিকপুর	১.০১৯	বামতীর
১০	রতনপুর	০.৮০০	বামতীর
১১	বাবুপুর	০.৫৩২	বামতীর
১২	মহাজনপুর	১.৩০০	ডানতীর
১৩	যতারপুর	১.৩১৪	ডানতীর
১৪	ইসলামপুর	১.০০০	বামতীর
১৫	পিরোজপুর	২.৪৫৮	বামতীর
১৬	মোনাখালি	০.৮৫০	বামতীর
১৭	শিবপুর	১.০০০	বামতীর
	মোট দৈর্ঘ্য =	১৮.৩২৩	

চিত্রঃ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত প্রকল্প

ভৈরব নদীর খননের পাশাপাশি আরো তিন নদীর খননের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলো হল মাথাভাঙ্গা, কাজলা এবং ছেউটিয়া নদী। কাজলা নদীতে এখন পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার খনন করা হয়েছে কাঠালপোতা থেকে বারাদি পর্যন্ত। এই খননের চেইনেজ হচ্ছে ৩+০০০ km থেকে ১৩+০০০ km পর্যন্ত। এই নদী খননের অনুমতি পাওয়া গেছে ৪৭ কিলোমিটার। পাশাপাশি ছেউটিয়া নদীতে রাজনগর থেকে ধানখোলা পর্যন্ত ৮ কিলোমিটার এলাকা খনন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে খালগুলো খননের কাজ করা হয়ে থাকে। তবে এই খননের কাজ করা হয়ে থাকে সরকারি বাজেটের প্রাপ্যতার মাধ্যমে। এখন পর্যন্ত তারা রুইমারি খালের ৪কিঃমিঃ ৬০০মিঃ, দেবীপুর খালের ৬কিঃমিঃ ৪০০মিঃ, স্বরস্বতি খালের ১০কিঃমিঃ, খোলা খালের ১.৫কিঃমিঃ এবং খোকসা খালের ১.৫কিঃমিঃ খননের কাজ শেষ হয়েছে।

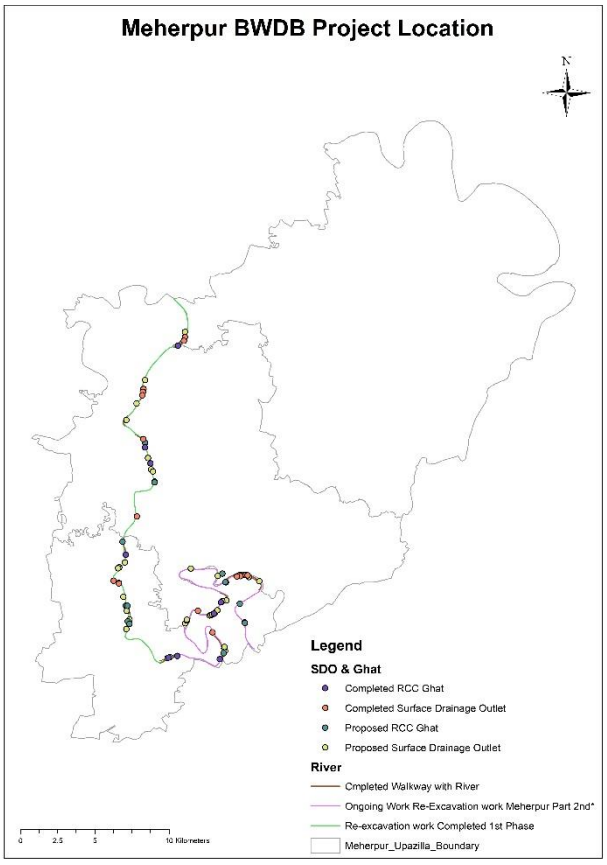

চিত্রঃ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত প্রকল্পগুলোর অবস্থান

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মেহেরপুর

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে বিভিন্ন ধরেন ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে যেমন বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি ভাতা এবং হিজড়া বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি ভাতা। নিচে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেওয়া হলঃ

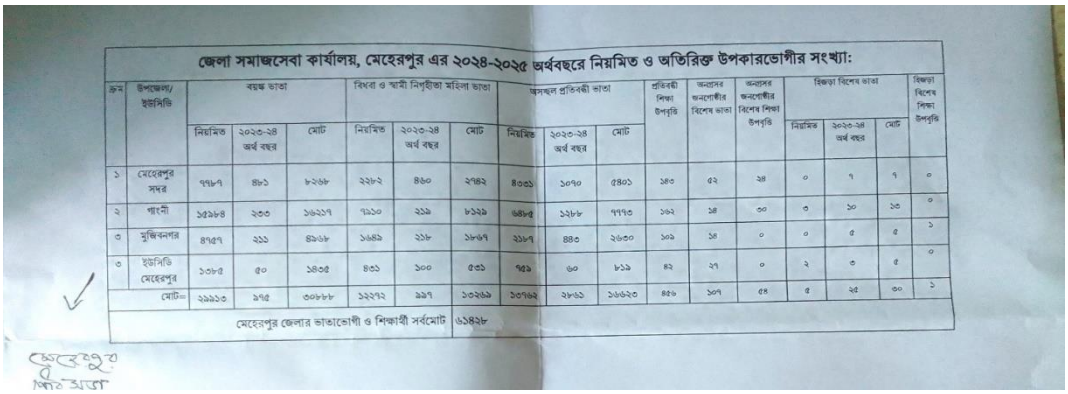

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মেহেরপুর এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নিয়মিত ও অতিরিক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা:

ক্রম	উপজেলা/ ইউসিডি	বয়স্ক ভাতা			বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা			অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা			প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ শিক্ষা উপবৃত্তি	হিজড়া বিশেষ ভাতা			হিজড়া বিশেষ শিক্ষা উপবৃত্তি
		নিয়মিত	২০২৩-২৪ অর্থ বছর	মোট	নিয়মিত	২০২৩-২৪ অর্থ বছর	মোট	নিয়মিত	২০২৩-২৪ অর্থ বছর	মোট				নিয়মিত	২০২৩-২৪ অর্থ বছর	মোট	
১	মেহেরপুর সদর	৭৭৮৭	৪৯১	৮২৬৮	২২৮২	৪৬০	২৭৪২	৪০৩১	১০৭০	৫৪০১	১৪৩	৫২	২৪	০	৭	৭	০
২	গাংনী	১৫৯৮৪	২৩৩	১৬২১৭	৭৯১০	২১৯	৮১২৯	৬৪৮৫	১২৮৮	৭৭৭৩	১৬২	১৪	৩০	৩	১০	১৩	০
৩	মুজিবনগর	৪৭৫৭	২১১	৪৯৬৮	১৬৪১	২১৮	১৮৬৭	২১৮৭	৪৪৩	২৬৩০	১০১	১৪	০	০	৫	৫	১
৩	ইউসিডি মেহেরপুর	১৩৮৫	৫০	১৪৩৫	৪৩১	১০০	৫৩১	৭৫৯	৬০	৮১৯	৪২	২৭	০	২	৩	৫	০
	মোট=	২৯৯১৩	৯৭৫	৩০৮৮৮	১২৭৭২	৯৯৭	১৩৭৬৯	১৩৭৬২	২৮৬১	১৬৬২৩	৪৫৬	১০৭	৫৪	৫	২৫	৩০	১
	মেহেরপুর জেলার ভাতাভোগী ও শিক্ষার্থী সর্বমোট						৬১৪২৮										

চিত্রঃ জেলা সমাজসেবা থেকে প্রাপ্ত ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা

<u>বয়স্ক ভাতাঃ</u>

ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী

(১) সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;

(২) জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর থাকতে হবে;

(৩) বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬৫ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬২ বছর হতে হবে।

(৪) প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় অনূর্ধ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হতে হবে;

(৫) বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৬০০ টাকা। মেহেরপুর জেলাতে এই বয়স্ক ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ৩০৮৮৮ জন।

<u>বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাঃ</u>

ভাতা প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী:

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;

২. জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর থাকতে হবে;

৩. বয়ঃবৃদ্ধা অসহায় ও দুস্থ বিধবা বা স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

৪. যিনি দুস্থ, অসহায়, প্রায় ভূমিহীন, বিধবা বা স্বামী নিগৃহীতা এবং যার ১৬ বছর বয়সের নীচে ২টি সন্তান রয়েছে, তিনি ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন;

৫. দুস্থ, দরিদ্র, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাদের মধ্যে যারা প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ তারা ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন;

৬. প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয়: অনূর্ধ্ব ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা হতে হবে;

৭. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৫৫০ টাকা। মেহেরপুর জেলাতে এই বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ১৩২৬৯ জন।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাঃ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ;

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়ন;

৪. সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান;

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৮৫০ টাকা। মেহেরপুর জেলাতে এই অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ১৬৬২৩ জন।

প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তিঃ

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়ন

২. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন ও পর্যায়ক্রমে মূলধারায় আনয়ন;

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধ করে সুশিক্ষায় শিক্ষিতকরণের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধি করা;

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার প্রাথমিক স্তরে ৯০০, মাধ্যমিক স্তরে ৯৫০, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০৫০, উচ্চতর স্তরে ১৩০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। মেহেরপুর জেলাতে এই প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা ৪৫৬ জন।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি ভাতাঃ

অনগ্রসর সম্প্রদায়ঃ অনগ্রসর সম্প্রদায় বা শ্রেণী যারা সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। চরম অবহেলিত, বিচ্ছিন্ন, উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে এরা পরিচিত। অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে জেলে, সন্যাসী, ঋষি, বেহারা, নাপিত, ধোপা, হাজাম, নিকারী, পাটনী, কাওড়া, তেলী, পাটিকর, সুইপার, মেথর বা ধাঙ্গর, ডোমার, ডোম, রাউত, ও নিম্নশ্রেণীর পেশার জনগোষ্ঠী।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হবে:

১) ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অক্ষম ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান;

২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত লক্ষ্যভুক্ত শিক্ষার্থীদের মাসিক হারে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান:

৩) ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

মেহেরপুর জেলাতে এই অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ১০৭ জন। মেহেরপুর জেলাতে এই অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ৫৪ জন।

হিজড়া বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তিঃ

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালিত হবে:

১) ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের দুঃস্থ ও অসচ্ছল হিজড়া ব্যক্তিকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান।

২) হিজড়া শিক্ষার্থীদের মাসিক হারে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান;

৩) কর্মক্ষম হিজড়া ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিক অনুদান প্রদান ও আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিতকরণ;

৪) প্রশিক্ষণোত্তর এককালীন নগদ সহায়তা হিসেবে ১০,০০০ টাকা প্রদান।

মেহেরপুর জেলাতে এই হিজড়া বিশেষ ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ৩০ জন। মেহেরপুর জেলাতে এই হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা ১ জন।

তাছাড়া মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা সুদ্‌মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে থাকে বেকার যুবকদের, অসচ্ছল ও বিধবা মহিলাদের দিয়ে থাকে। এই ঋন এর ক্ষেত্রে প্রথমে একটি ওয়ার্কশপ হয়। এই ওয়ার্কশপেটি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর হয়ে থাকে। এই ওয়ার্কশপের পর ঋণ দিয়ে থাকে। সর্বোচ্চ ৫০০০০ টাকা থেকে সর্বোনিম্ন ১০০০০ টাকা দিয়ে থাকে। এই ঋণ এর ক্ষেত্রে মেয়াদ থাকে ১ বছর। এর মধ্যে প্রথম দুই মাস কিস্তি মওকুফ থাকে। পরবর্তী দশ মাসের মধ্যে এই ঋণটি পরিশোধ করতে হয়।

চিত্রঃ মোঃ আশাদুল ইসলাম, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মেহেরপুর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুর

মেহেরপুর জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মাধ্যমে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের বেকার ছেলে মেয়েদেরকে ট্রেনিং প্রদান করা হয় বিভিন্ন সেক্টরে। এইসব সেক্টরের মধ্যে রয়েছে

১) কম্পিউটার ট্রেনিং ২) পোশাক তৈরী ৩) ইলেক্ট্রিসিটি

৪) এসি মেরামত ৫) গবাদি পশু, পাখি পালন ৬) মৎস্য পালন

প্রশিক্ষণ শেষে এইসব ছেলেমেয়েদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর সরকারী প্রকল্পভিত্তিক বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ প্রদান করা হয় সার্টিফিকেটধারীদের মধ্যে। প্রায় ১০০০ জনের মধ্যে এই ঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বেকার ছেলে মেয়েদের

আত্মনির্ভরশীল গড়ে করে তোলা। এই ঋণ ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৬০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত দিয়ে থাকে। বর্তমানে এই ঋণ ১,০০,০০০ টাকা থেকে ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত দিবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর, মেহেরপুর

মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর মূলত কল-কারখানা খোলার ছাড়পত্র, নিয়মিততা নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এই ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা সবুজ, হলুদ, লাল এই তিন ভাগে ভাগ করে থাকে। বর্তমানে ছোট বড় মিলিয়ে ৫০০ কলকারখানা আছে মেহেরপুর জেলাতে। কলকারখানাগুলোতে ইটিপি প্ল্যান্ট বসানোর ক্ষেত্রে জোর দিয়ে থাকে। তাছাড়া বর্তমানে পলিথিন নিষিদ্ধের ফলে প্রতিদিন মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং করে থাকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে। তাছাড়া পলিথিন নিষিদ্ধের ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ৩০০০ লিফলেট বিতরণ করেছে। পাশাপাশি পলিথিন ব্যাবহার কমানোর উদ্দেশ্যে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর। বর্তমানে মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের দুইটি প্রোজেক্ট চলমান আছে। যথাঃ

১) Bangladesh Environmental Sustainability Transformation Project in Meherpur.

২) শব্দদূষন নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদ্বারিত্বমূলক প্রোজেক্ট, মেহেরপুর।

চিত্রঃ মোখলেসুর রহমান, সহকারী পরিচালক, জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর, মেহেরপুর

ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, মেহেরপুর

মেহেরপুর জেলা ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স এর জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ১৫ই নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মতে মেহেরপুর জেলাতে ঘটিত সড়ক দূর্ঘটনা এবং অগ্নিকান্ডের ঘটনার সংখ্যা নিচে ছক আকারে দেওয়া হলঃ

উপজেলা	সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা
মেহেরপুর সদর	৯০	১৪৩
গাংনী	০৫	৮০
মুজিবনগর	০০	৩৫
সর্বমোট	৯৫	২৫৮

ফায়ার সির্ভিসের তথ্য মতে, সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী মেহেরপুর টু চুয়াডাঙ্গা সড়কে, তবে তুলনামূলক কম কুষ্টিয়া টু মেহেরপুর সড়কে। এক্ষেত্রে মটর সাইকেলের অতিরিক্ত গতির জন্য এই ধরনের দূর্ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তাছাড়া অসচেতনতা, সিগন্যাল অমান্য করা, সেফটি বজায় না রাখা ইত্যাদির জন্য অনেক সময় এই ধরনের দূর্ঘটনা ঘটে থাকে। ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রতি উদাসীন অনেক মানুষের।

মেহেরপুর জেলার ফায়ার স্টেশন অফিসের তথ্য মতে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত তামাকের চুলার মাধ্যমে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে থাকে। বিশেষ করে হিট দিয়ে তামাক শুকানোর সময় এই ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। তাছাড়া মেহেরপুরে শীতকালে বিভিন্ন কারনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে থাকে যেমন রান্নার চুলা থেকে, বাসাবাড়ির বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের থেকে, গোয়াল ঘরের থেকে ইত্যাদি কারনে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে থাকে।

চিত্রঃ শামীম রেজা, স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, মেহেরপুর

ক্ষুদ্র সেচ অধিদপ্তর, মেহেরপুর সদর এবং মুজিবনগর উপজেলা

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার জন্য গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে ৬৮টি। এই গভীর নলকূপের মাধ্যমে ১৬৩২ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। এক একটি গভীর নলকূপের জন্য ১৩০-১৪০ জন কৃষক সুবিধা পেয়ে থাকে। তাছাড়া মেহেরপুর সদর এবং মুজিবনগর উপজেলার জন্য ২৪টি লো লিফট পাম্প বসানো হয়েছে। এই পাম্পের মাধ্যমে ভৈরব নদী থেকে পানি উত্তোলনের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কিছুটা কমেছে। এই লো লিফট পাম্পের মাধ্যমে ৪৮০ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে লাইসেন্স দিয়ে থাকে বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে সেচ পাম্প চালানোর জন্য। পৌরসভা ব্যাতীত এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণের কাজ করে থাকে। খাল খনন, বক্স কাল্ভার্ট, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার, সুইচগেট, স্ট্রাকচার ভিত্তিক কাজকরে থাকে এই অধিদপ্তর। বর্তমানে তাদের চল্মান প্রোজেক্ট রয়েছে "কুষ্টিয়া সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প" যা কিনা পুরো মেহেরপুর জেলার জন্য। এই প্রকল্পটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শেষ হবে।